কুচবিহার জেলার একটি সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা

পিতার হাতে পুত্র খুন

ও উষারাণীর কবিতা

কবি—শ্রীপ্রবীণ কুমার রায়

প্রকাশক—মনোরঞ্জন সাহা
দমদম, কলি—২৮

মূল্য দশ পয়সা

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

শোনেন শোনেন বন্ধুগণ শোনেন দিয়া মন,
আশ্চর্য্য ঘটনা একটি করিব বর্ণন।
জেলা কুচবিহারে ২ সবাই জানে তারাবাড়ী থানা,
গ্রামের নাম মির্জ্জাপুর তেমনি পরগণা।
তথায় আছে ভাই ২ শুনতে পাই সুবল দত্ত নাম,
ওই কুচবিহারে জন্ম তাহার তথায় ধাম।
তাহার দুই পুত্র ছিল মাত্র আর যে ছিল মেয়ে,
হরিপুরে নিয়ে তাকে দিয়া ছিল বিয়ে।
নাম তার উষারাণী ২ ছিল জ্ঞানী রূপ ছিল অতি,
রূপে গুণে সেই নারী ছিল ভাই সতী।
জামাই রাসবিহারী ২ বুদ্ধি ভারী জানি আই এ পাশ.
বোম্বে থেকে টাকা যে ভাই পাঠায় বারো মাস।
সে যে চাকুরী করে বহুদূরে বোম্বাই সহরে,
উড়োজাহাজ কোম্পানীতে চাকুরী সে করে।
পত্নী উষাবালা ২ মনের জ্বালা থাকে বাপের বাড়ী,
রাসবিহারী মাসে মাসে পাঠায় টাকা শাড়ী,
তিন মাস হয়ে যায় ২ নাহি পায় টাকা আর শাড়ী।
খোজ খবর জানেনা কিছু চিঠিপত্র লেখা।
চিন্তায় উষাবালা মনের জ্বালা কেঁদে আকুল হয়,
স্বামির চিন্তায় উষাবালা পাগল মতি হয়।
হঠাৎ জানতে পেল ২ চিঠি দিল উষারাণীর হাতে,
চিঠি পড়ে উষারাণী লাগিল কাঁদিতে।

স্বামী মারা গেছে ২ বলি কাছে বিষয় দুর্ঘটনা,
খবর শুনিয়া প্রতিবেশী করে হায় হায়।
মাতা বুঝায় তারে ২ বারে বারে শোন উষা মা
এ সংসারে চিরদিন কেউত বাঁচে না।
কেন বৃথা কাঁদ ২ মনকে বাঁধ বলি সবার ঠাঁই,
আপনারা সব জামার পকেট সাবধান রাখবেন ভাই।
আমি বলে যাই ২ শুনুন ভাই উষারাণীর কথা,
যে কথা শুনাতে যে মোর লাগে প্রাণে ব্যাথা।
মেয়ের দুঃখ দেখে ২ লাগে বুকে মায়ের প্রাণও যায়,
এই বয়সে তোমায় মাগো ঘরে রাখা দায়।
তোমায় বিয়ে দিব ২ জামাই নিব ঠিক করেছি ভাই,
আর মেয়ে বলে মাগো আমার ভাগ্যে যে সুখ নাই।
এদিকে মাতা পিতা ২ কয় কথা যুক্তি করে ঠিক,
মেয়ের পাত্রে খুজতে তখন চলে উত্তর দিক।
যায় ময়নাগুড়ি ২ তাড়াতাড়ি বলাই বাবুর কাছে,
বলে আমার মেয়ে জামাই বাবু মরিয়া গিয়েছে।
বলে আদি অন্ত ২ সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল,
রূপের কথা শুনে বলাই মোহিত হইয়া গেল।
বলাই ধনবান ২ শক্তিবান আছে জমিদারী,
অনেক দিন আগে তার গেছে মারা পত্নী।
বয়স তার ৫০ হবে ২ শুনুন সবে আছে এক মেয়ে,
মেয়ে তার বড় হবে উষারাণীর চেয়ে।

বলাই টাকা দিয়া বশ করে বোকা সুবলকে,
বলে আপনার সাথ যাব আমি মেয়ে দেখিতে।
তখন সঙ্গে নিয়ে ২ আসে ধেয়ে সুবলের ও বাড়ী,
উষাকে দেখিয়া বাবুর লোভ হল ভারী।
দিল ছয়শ টাকা ২ বলে দেখা হয়েছে আমার,
তাড়াতাড়ী করে ফেলুন বিয়ের জোগাড়।
আবার বলাই বলে ২ কলে বলে সত্যি বলি ভাই,
অনেক মেয়ে দেখেছি আমি এইরূপ দেখি নাই।
এবার বিয়ে হবে ২ শুনুন সবে আর নাইক প্রয়োজন,
আমি অক্ষমকে সক্ষম করব আছে মোর ধন।
তারপর শুভদিনে ২ বলাই সনে হয় বিয়ে শেষ,
ভালভাবে বিয়ে ভাই হয়ে গেল বেশ।
ঈশ্বরের কিবা লীলা ২ আজব খেলা বোঝা নাহি যায়,
দশদিন পর এসে পড়ে সুবলের জামাই।
উষা খবর পাইয়া ২ যায় ছুটিয়া আসে তাড়াতাড়ি,
এসে দেখিতে পাইল বৈঠকখানায় হাতে বাঁধা ঘড়ি।
উষা প্রণাম করে ২ জিজ্ঞাসা কয়ে কুশল আদি যত,
তোমার খবর পাইলাম আমি তুমি নাকি নিহত।
শুনে পতি কয় ২ মিথ্যা নয় লণ্ডন যাওয়ার কালে,
জাহাজ আগুন লাগে আমার ভাগ্যের ফলে।
আমি প্যারাসুটে ২ লাফ দিয়ে মাটিতে যে পড়ি,
কোম্পানী ভাবিল বুঝি আমি গেছি মরি।

কারণ জাহাজখানা ২ আগুনে পুড়ে ছারখার,
ক্যাপটেন মরিয়াছে আর মরিয়াছে প্যাসেঞ্জার।
শুধু আয়ু বলে ২ রক্ষা পেল আমার জীবন,
এমনি করে ঘটনা আর ঘটেনি তখন।
তখন উষা বলে ২ এখন তুমি বিশ্রাম করে লও,
পরে সব শুনব কথা খেয়ে দেয়ে নাও।
এদিকে যুক্তি করে ঘরের মধ্যে পিতামাতা ভাই,
এখন বুঝি আমাদের আর কোন উপায় নাই।
শুনে সুবল বলে ২ এইবার শোন আমার বাণী,
মনে মনে যুক্তি ঠিক করিয়াছি আমি।
আজ গভীর রাতে ২ দা দিয়া কাটবে তোমরা দুভাই,
জামাইকে শেষ করিবে সময় বেশী নাই।
এই কথা শুনতে পেয়ে উষারাণী চিন্তায় পড়িল,
পতিকে বাচাইতে সতী ধীরে ধীরে গেল।
রাত্র দশটা যখন ২ খাওয়া তখন সকলের শেষ,
উষা তখন স্বামীর ঘরে করিল প্রবেশ।
বলে উষারাণী ২ এখন তুমি যাও প্রাণপতি,
এই মুহূর্তে ঘর ছাড় এই আমায় অনুমতি।
নহিলে রক্ষা নাই ২ শুনতে পাই তোমার প্রাণ নিবে
কুযুক্তি করেছে সবাই বিকেলের দিকে।
শুনে রাসবিহারী ২ তাড়াতাড়ি উষার যুক্তি নিয়া,
উষারাণীর কাপড় পড়ি যায় বাহির হইয়া।

ছোটে রাস্তা ধরি ২ জলদি করি বন্ধুর বাড়ী যায়
ঘুমাইয়া পড়ল উষা নিজের বিছানায়।
রাত্রি দুটা যখন ভাইরা তখন হাতে দা নিয়া,
ভগ্নিপতির ঘরের কাছে আসে ভাই ছুটিয়া।
বড় বলিতেছে ২ ছোটর কাছে ঘরের কাছে আসি,
ভিতরে তুমি যাও আমি দরজায় বসি।
যদি পালিয়ে যায় ২ ধরব চেপে কোন ভয় নাই,
তাড়াতাড়ি কাট ভাইরে শেষ করা চাই।
ছোট দাও নিয়া ২ যায় চলিয়া ভিতরে যখন,
অন্ধকারে মনে আবার ভাবিল তখন।
কেবা ভগ্নিপতি ২ কেবা ভগ্নি কাহাকে কাটিবে,
তার চেয়ে আলো এনে দেখিয়া মারিবে।
মনে এই করি ২ আসে ফিরি বাহিরে যখন,
বড় ভাবে ভগ্নিপতি পালাচ্ছে এখন।
মনে ভুল ভাবিয়া ২ না দেখিয়া গলায় কোপ মারে,
কোপের চোটেতে মাথা মাটিতে যে পড়ে।
যায় পিতার কাছে ২ বলে হেসে রাসবিহারী শেষ,
লাশ এখন কি করিব দাও না আদেশ।
তখন পিতা বলে ২ তাহা হইলে চল আলো নিয়ে দেখি
জঞ্জাল ঘুচিল এখন আমি এবার সুখী।
যাও আলো নিয়ে ২ দেখে গিয়ে আপন ছোট ছেলে,
জামাইকে মারবে বলে কাটিলে আপন ছেলে।

তখন পিতা কান্দে ২ মাতা কান্দে কান্দে বড় ভাই,
বিলাপ করিয়া বলে মোদের মানিক নাই।
উঠে উষাবালা দুঃখে অতি কান্দিতে লাগিল,
তোমার স্বামী খুন করিয়া কোথায় চলে গেল।
বাবা বলে তাই ২ ঘরে নাই শয়তানের ছেলে,
এবার আমি শয়তান জাত দেব সব জেলে।
আবার প্রতিবেশী ২ কাদে আসি করে হায় হায়,
উষার মা কেঁদে কেঁদে গড়াগড়ি যায়।
বলে দুষ্ট জামাই ২ খুন করিয়া গেছে যে পলাইয়া,
বিয়ের কথা শুনার পরে গেছে ঝগড়া করিয়া।
যখন ভোর হল খবর পেল থানায় যখন
দারোগা আসিয়া ভাইরে পুলিশ দুইজন।
লাশ থানায় দিল ডাক্তার এল পরীক্ষায় তরে,
জামাইকে রাজারহাটে পুলিশ এসে ধরে।
বিচার হাইকোর্টে ২ উষা ওঠে কাঠগোড়াতে গিয়া,
আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত বলিল খুলিয়া।
আর সাক্ষী দিল সব বলিল স্বামীর পক্ষে ভাই,
বন্ধুর তার পিতামাতার মুখে শব্দ নাই।
হাকিম বারে বারে বলে তারে বল সত্যি কথা,
উষা বলে খুনের জন্য দায়ী মোর পিতা।
সাক্ষীর কথা শুনে ভাবে মনে বলে বিচারপতি,
বারো আনা দোষ দেখি সুবলের অতি।

এমন সতী নারী ঘুরিফিরি আরত দেখি নাই,
পিতাকে জেলে দিয়ে স্বামীকে বাঁচায়।
হাকিম জুরীর সাথে ২ সাক্ষী মতে রায় দিল তখন,
রাসবিহারী খালাস পেল আনন্দিত মন।
হাকিম রায় লিখিয়া ২ নিয়া গিয়া হাই কোর্টেতে দিল,
সুবলের বাইশ বৎসর জেল হয়েছিল।
তারপর বড় ছেলে ২ আদেশ দিল জজসাহেব ভাই,
দশ বৎসর জেল তার জানিবেন সবাই।
কবি বলে এবার ২ চমৎকার বিচার ও সুন্দর,
দশ পয়সা কবিতার দাম নিবেন ঘরে ঘরে।
পল্লী শিক্ষা পাবে ২ বুঝিতে পারবে সতীর কি মহিমা,
সতী নারী পতি ভিন্ন আর কিছু চায় না
এখন রাসবিহারী ২ খুশী ভারী আপন পত্নী নিয়া
বোম্বেতে যায় তাহারা জাহাজে চড়িয়া।
থাকে মনের সুখে ২ স্বামীর কাছে মনে মহাসুখ,
বলাইচন্দ্র টাকার লাগি করিছে আপসোস।
এখন শোনেন ভাই ২ বলে যাই দুষ্টজনার কথা,
জামাইকে খুন করবে বলে নিজে পেল ব্যথা।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা,
কবিতা দমদম জংশনে ভুলে যেন যাবেন না।
আমার কাজ হল ২ শুধু কবিতার বই বিক্রী করা,
শিখবার মত লিখি আমি নানারকম ছড়া।